আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট

23 July 2026



(For Islamic Brothers)

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান (Bangla)

আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

Contents

দরূদ শরীফের ফযীলত 4
বয়ান শোনার নিয়্যত..... 5
সাগরে ঘোড়া দৌড়িয়ে দিলেন..... 6
আহ..!! ঈমান দুর্বল হয়ে গেল 8
কুসংস্কারের মন্দতার উপর ২টি হাদিস শরীফ..... 9
সফলতার শর্তাবলী 9
সফলতার শর্তাবলীর উদাহরণ..... 10
উদ্দেশ্য সফল হয়ে গেল..... 11
পরিশ্রমের পাশাপাশি তাওয়াক্কুলও আবশ্যক..... 13
আল্লাহ পাকের রহমতের উপর ভরসা রাখুন..... 13
যে তাওয়াক্কুল করে আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট..... 14
অন্ধ পাখির তাওয়াক্কুল 15
প্রত্যেক বিপদ আপদ থেকে মুক্তির অযিফা 16
প্রত্যেক ভয় থেকে নিরাপদ 16
ভয় থেকে মুক্তি পেয়ে গেল 17
নবীদের অযিফা..... 17
ব্যথা থেকে মুক্তি পেয়ে গেল..... 18
একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা..... 19
শাজারায়ে কাদেরীয়া আত্তারীয়ার একটি অযিফা 20
নবী, ওলীদের থেকে সাহায্য চাওয়া কেমন? 20
তাহলে নবী, ওলীদের থেকে কেন সাহায্য চাইবো?..... 23
নেক আমল ১৮ নম্বর এর প্রতি উৎসাহ..... 25

জুতা পরিধান করার সুন্নাত ও আদব 26
ঘোষণা 27
দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া 28
(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ: 28
(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা: 28
(৩) রহমতের ৭০টি দরজা: 29
(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব: 29
(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ: 29
(৬) দরূদে শাফায়াত: 30
(১) এক হাজার দিনের নেকী 30
(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো: 30
জুতা পরিধানের অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব 31
তারকা দেখার সময়ের দোয়া 31
সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি 32
দৈনিক ৫৬টি নেক আমল: 33
কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী 35
সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল 35
মাসিক ৪টি নেক আমল 36
বার্ষিক ৩টি নেক আমল 36
আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া 36

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়্যত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। "ফতোওয়ায়ে শামী"তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

عَنْ اَبِي طَلْحَةَ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ: اَصْبَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا طَيِّبَ النَّفْسِ يُرَى فِي وَجْهِهِ الْبِشْرُ قَالُوا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَصْبَحْتَ الْيَوْمَ طَيِّبَ النَّفْسِ يُرَى فِي وَجْهِكَ

الْبِشْرُ قَالَ اَجَلْ اَتَانِيْ آتٍ مِنْ رَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ مِنْ اُمَّتِكَ صَلَاةً كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَهَا

হযরত আবু তালহা আনসারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন: একবার সকালবেলা আল্লাহ পাকের আখেরী নবী, রাসূলে হাশেমী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নুরানী চেহারা মুবারকে আনন্দের প্রভাব ছিল, সাহাবায়ে কেরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন: আল্লাহ পাক বার্তা পাঠিয়েছেন, হে মাহবুব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আপনার যে উম্মত আপনার উপর একবার দরুদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য দশটি নেকী লিখবো, তার দশটি গুনাহ মোচন করবো, দশটি মর্যাদা বাড়িয়ে দেবো এবং ততটাই রহমত বর্ষণ করবো। **(মুসনদে আহমদ, ৫ম খন্ড, পৃ: ৫০৯, হাদিস: ১৬৩৫২)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

সাগরে ঘোড়া দৌড়িয়ে দিলেন

মুসলমানদের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর খেলাফতের সময় ছিল, মহান সাহাবীয়ে রাসূল হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ইসলামী সৈন্যদের সাথে বিভিন্ন এলাকা বিজয় করছিলেন, সে সময় তিনি বাহুলসির নামক এক শহরে পৌঁছলেন এবং সেটাকে ঘেরাও করে ফেললেন। সেই শহরটিকে বিজয় করার জন্য দাজলা সাগরটি পার হওয়াটা জরুরি ছিল। অতঃপর অমুসলিমরা তাদের শহরটি বাঁচানোর জন্য এই চক্রান্ত করল যে, সকল নৌকা তাদের কবজায় নিয়ে নিল যাতে মুসলমানরা সাগর পার হয়ে শহর পর্যন্ত পৌঁছাতে না পারে। হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ যখন সেখানে পৌঁছলেন, নৌকা খুঁজলেন কিন্তু একটি নৌকাও পেলেন না। তিনি খুবই চিন্তিত ছিলেন যে, শহরও বিজয় করতে হবে, সাগরও পার হতে হবে, কোথাও নৌকাও নেই, এখন কী করা যায়।

ওই মূহুর্তে হযরত সাদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মাথায় একটা বুদ্ধি আসল, তিনি সমস্ত সৈন্যদের একত্রিত করলেন এবং বললেন: হে লোকেরা! বলো: نَسۡتَعِیۡنُ بِاللّٰہِ وَ نَتَوَکَّلُ عَلَیۡہِ، حَسۡبُنَا اللّٰہُ وَ نِعۡمَ الۡوَکِیۡل অর্থাৎ আমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য চাই, তাঁর উপরই ভরসা করি, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি কতই না উত্তম কার্যসম্পাদনকারী। এটা বলে ঘোড়া সাগরে নামিয়ে দাও...!!

সকল সৈন্যরা হযরত সাদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর অনুসরণ এবং حَسۡبُنَا اللّٰہ বলে ঘোড়া সাগরে নামিয়ে দিলেন। বর্ণনাকারী বলছেন: আল্লাহ পাকের শপথ! ওই দিন একজন লোকও সাগরে ডুবে নাই, সবাই সাগরে বক্ষ

বিধীর্ণ করে অপর কিনারায় গিয়ে পৌঁছে গেছেন। যখন অমুসলিমরা এই দৃশ্যটি দেখল তখন তারা চিৎকার দিয়ে উঠল: দৈত্য এসে গেল, দৈত্য এসে গেল। আল্লাহ পাকের শপথ! এই লোকদের সাথে কেউ যুদ্ধ করতে পারবে না, এদের সাথে তো জ্বিনেরাই যুদ্ধ করতে পারবে ।

(তারিখে তাবারী, ২য় খন্ড, পৃ: ৪৬০)

রেওয়ায়েতে রয়েছে: ইসলামী সৈন্যরা যখন সাগর পার হচ্ছিলো, ওই সময় হযরত সালমান ফারসী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হযরত সাদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সাথে অতিক্রম করছিলেন, ওই সম্পূর্ণ রাস্তায় হযরত সাদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মুখে একটি কালেমায় ছিল حَسۡبُنَا اللّٰہُ وَ نِعۡمَ الۡوَکِیۡل আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট, আর তিনি কতইনা উত্তম কার্যসম্পাদনকারী। এটা শুনে হযরত সালমান ফারসী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন, বাহ! এতক্ষণ পর্যন্ত ইসলামী সৈন্যরা জমিন পদদলিত করেছিল, এবার সাগরের বক্ষ বিদীর্ণ করছে।

(তারিখে তাবারী, ২য় খন্ড, পৃ:৪৬১)

سُبۡحٰنَ اللّٰہ! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটা কেমন ঈমান উদ্দীপক ঘটনা, ঈমানী চেতনা বৃদ্ধিকারী ঘটনা, এই ধরনের ঘটনা পড়ে , শুনে সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ এর ঈমানী চেতনা বুঝা যায়। একটু চিন্তা করুন! এই সকল উচু পর্যায়ের হযরতগণ আল্লাহ পাকের উপর কেমন ভরসা রাখতেন, বাহ্যিকভাবে সফলতার কোন রাস্তা দেখা যাচ্ছিল না, সাগর পার হতে হবে, ব্রীজ বানানো ছিল না, নৌকা সাথে ছিল না, সাগরের ঢেউ উত্তাল, কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ এর ঈমানী চেতনা ওই উত্তাল ঢেউকে ঠান্ডা করে দিল এবং সাগরের বক্ষ বিদীর্ণ করে পার হয়ে গেল।

আহ..!! ঈমান দুর্বল হয়ে গেল

আহ! আফসোস! আজ ঈমান দুর্বল হয়ে গেল, কোথায় ওই সকল কামিল মুসলমান যাদেরকে বড় বড় শক্তিদররাও ভয় দেখাতে পারতো না আর কোথায় আজকালের মুসলমান যারা সামান্য পেরেশানীতেও অন্তর হেরে বসে। কোথায় ওই সকল উচ্চ পদস্থরা, যারা বড় বড় তুফান একাই মোকাবেলা করতেন, কোথায় আজকালের মুসলমান, যারা সামান্য মুসিবতে অভিযোগ শুরু করে দেয়। এখন তো মানুষ সম্পদ বাড়ানোর জন্য সুদের লেনদেন করে, অথচ আল্লাহ পাকই রিযিকদাতা এবং তিনি হালালের মধ্যে বরকত রেখেছেন। দরিদ্রতার ভয়ে হারাম পন্থা অবলম্বন করা হয়। মানুষ নামাযের সময় অতিবাহিত করে দেয়, এই ভয়ে যে, নামায পড়তে গেলে তো দোকান বন্ধ হয়ে যাবে, চাকরি চলে যাবে। মানুষ মিথ্যা বলে এই ভয়ে যে, সত্য বললে তো কাজ হবে না, মানুষ শোরগুল করে, অধৈর্য হয়ে যায়, আল্লাহ পাকের নিকট অভিযোগ করে। আর ঈমানের দুর্বলতা দেখুন। মানুষ কুসংস্কার ধারণ করে। আফসোসের বিষয় যে, আমাদের সমাজে কুসংস্কার খুব বেশি ব্যাপক হয়ে গিয়েছে। সকাল সকাল কোন অন্ধ, লেংড়া বা পঙ্গু ব্যক্তিকে দেখে নিলে তখন ধারণা করে নেয় যে, আজকের দিনটা ভাল যাবে না। কেউ কাজ করতে লাগল, কেউ বাধা দিলে তখন বলে, তোমার কালো মুখ, এখন এই কাজ আর হবে না। এম্বুলেন্স (***Ambulance***) এর আওয়াজ শুনলে তখন কুসংস্কার মনে করে। কাজে বের হলো, সামনে দিয়ে কালো বিড়াল অতিক্রম করে গেলে তখন ধারণা করে নেওয়া হয় যে, কোন ক্ষতি হবে, সুতরাং কাজ করা থেকে বিরত থাকে। চোখ নড়াচড়া করলে ধারনা করে নেওয়া হয় যে, কোন মুসিবত আসবে। কখনো নম্বরকেও কুসংস্কার মনে করে, যেমন ১৩

নম্বরকে অপয়া মনে করা হয়। কখনো দিনকে কুসংস্কার মনে করা হয়। কখনো মাসকে লোকেরা অপয়া মনে করে।

মোটকথা ঈমানের দুর্বলতা, আল্লাহ পাকের উপর ভরসা না থাকলে এই ধরনের উদ্ভট চিন্তাভাবনা জমা হয়। অন্যথায় এই দুনিয়ায় অপয়া কিছুই নেই, শুধুমাত্র গুনাহ অপয়া হয়ে থাকে। গুনাহের মাধ্যমটাই অপয়া, শুধুমাত্র ওই মুহূর্তটাই অপয়া, যদি আমাদের কাজে কোন বাধা আসে তবে তা গুনাহের কারণে এসে থাকে যদি আমরা ব্যর্থতা দেখি তবে তা গুনাহের কারণে দেখি, অন্যথায় কুসংস্কার একটি নিছক ভুল ধারনা মাত্র, অনুমান ছাড়া আর কিছুই নয়।

কুসংস্কারের মন্দতার উপর ২টি হাদিস শরীফ

১.আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ وَ لَا تُطَيَّرُ لَهٗ অর্থাৎ যে কুসংস্কার ধারণা করল এবং যার জন্য কুসংস্কার ধারণা করা হলো সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

(মুসনদে বাযযার, ৯ম খন্ড, পৃ: ৫২, হাদিস: ৩৫৭৮)

২. আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি কাহিনী (অদৃশ্যের কথা বলা) বা তীরের মাধ্যমে ফাল বের করে বা যে কুসংস্কারের কারণে সফর থেকে ফিরে আসলো ,ওই ব্যক্তি কখনো উচু স্তরে পৌঁছাতে পারবে না। **(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ৫ম খন্ড, পৃ:১৪৪, হাদিস: ৮৪৮৭)**

সফলতার শর্তাবলী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যে কোন কাজে সফলতার জন্য ৪টি শর্ত রয়েছে। (১) সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য (২) ভালো পরিকল্পনা (***Planning***) (৩)

সঠিক পদ্ধতিতে কঠোর পরিশ্রম (৪) আল্লাহ পাকের উপর পরিপূর্ণ ভরসা। বান্দা এই চারটি শর্ত পূরণ করে তো সফলতা (*success*) মিলে যাবে। আল্লাহ পাক কারো পরিশ্রম নষ্ট করেন না। কুরআনুল কারীমে রয়েছে:

وَّاَنَّ اللّٰهَ لَا یُضِیْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِیْنَ

(পারা ৪, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৭১)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আল্লাহ মুসলমানদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।

আমাদের এখানে কী হয় যে, মানুষ এই সকল শর্তগুলো পূরণ করে না, এরপর যখন সফলতা পায় না তখন অভিযোগ করে, নিজের দোষ কখনো কালো বিড়ালের উপর দেয়, কখনো বেচারা অন্ধ ব্যক্তিকে অপয়া মনে করে অন্তরকে সান্ত্বনা দেয়।

সফলতার শর্তাবলীর উদাহরণ

উচিত হচ্ছে যে, সফলতার এই শর্তাবলী পূরণ করা, এরপর দেখুন, اِنْ شَآءَ الله কেমন কেমন বরকত নসীব হবে, ঘরে প্রশান্তি চান, এই সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য, এর জন্য যথারীতি পরিকল্পনা করুন, চিন্তাভাবনা করুন যে, ঘরে ঝগড়া বিবাদ কেন হচ্ছে, এরপর পরিপূর্ণ পরিশ্রম সহকারে এটাকে বানান, পরিকল্পনার (*plan*) উপর আমল করুন, ঘরে সুখ - শান্তি আনার পদ্ধতির উপর ভরপুর প্রচেষ্টার সাথে আমল করুন, পাশাপাশি আল্লাহ পাকের উপর ভরসা করুন, দোয়াও করুন, اِنْ شَآءَ الله সফলতা পাওয়া যাবে। হালাল রুজি উপার্জন করতে চাইলে, এর জন্য সর্বোত্তম পরিকল্পনা করুন, ভরপুর পরিশ্রম করুন, কাজে অলসতা করবেন না, লজ্জা -সংকোচ ইত্যাদিকে মাঝখানে আসতে দিবেন না, পাশাপাশি আল্লাহ পাকের উপর ভরসা করুন। দোয়াও করুন। اِنْ شَآءَ الله আল্লাহ পাকের রহমত সাথে থাকবে। অনুরুপভাবে পরীক্ষায় সফলতায়

চাইলে, ইন্টারভিওতে (*interview*) পাশ করতে চাইলে, যে কোন বড় থেকে বড় কাজ করতে চাইলে, এর জন্য যথারীতি পরিকল্পনা করুন। সত্যিকার ধ্যানের সাথে, আগ্রহ সহকারে ভরপুর পরিশ্রম করুন এবং আল্লাহ পাকের রহমতের উপর পরিপক্কভাবে ভরসা রাখুন, اِنْ شَآءَ الله সফলতা নসীব হবে।

উদ্দেশ্য সফল হয়ে গেল

এক ব্যক্তি ছিল, যে তরিকতের রাস্তায় বের হলো, তিনি অন্তর পবিত্র করে আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের জন্য বহু বছর প্রচেষ্টা ও রিয়াযত করল কিন্তু উদ্দেশ্য সফল হলো না, অবশেষে সৈয়্যদ শাহ আলে মুহাম্মদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খেদমতে মারেহারা শরীফ তাশরীফ আনলেন: আরজ করলেন: কত বছর হয়ে গেল কিন্তু উদ্দেশ্য সফল হচ্ছে না। শাহ আলে মুহাম্মদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাকে তাঁর দরবারে কবুল করে নিলেন এবং খানকা শরীফের একটি কক্ষে তার জন্য থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। সাথে সাথে তাঁর খাদেমকে আলাদাভাবে ডেকে হুকুম দিলেন: সন্ধ্যার খাবারে তাকে মাছ দিবে তবে এক ফোটা পানি দিবে না। আর খাবারের পর সাথে সাথে দরজা বাহির থেকে বন্ধ করে দিবে। খাদিম হুকুমের উপর আমল করল, এশার নামাযের পর তাকে খাওয়ার জন্য মাছ দেওয়া হলো, যখন তিনি খাবার শেষ করলেন তখন খাদিম তাড়াতাড়ি বাহির থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে চলে গেলেন।

মাছ তো পানির দিওয়ানা, পানিতেই থাকে, তাকে রান্না করে খেয়ে নিলেও পানি চায়, অতঃপর ওই লোকটির তীব্র পানির পিপাসা পেল কিন্তু পানি তো নেই, দরজা বাহির থেকে বন্ধ ছিল, নিজে গিয়ে পানি পান করতে

পারছে না, এবার তিনি ভেতর থেকে চিৎকার করছেন, আমাকে পানি দাও কিন্তু সেখানে তো কেউ নেই যে, তার কথা শুনবে। তাকে পানি দেওয়ার কথা ছিল না, পানি পান নাই, রাত কোন রকম অতিবাহিত হয়ে গেল। সকালে ফজরের সময় খাদিম দরজা খুলল, যেইমাত্র দরজা খুলল, ওই লোকটি পানির দিকে দৌড়ে গেল, যতটুকু পান করার খুব পান করলেন, শরীরে প্রাণ ফিরে আসলো, এবার ফজরের নামায আদায় করলেন। নামাযের পর শাহ আলে মুহাম্মদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জিজ্ঞাসা করলেন, ভালো আছেন? আরজ করলেন, হুযুর! রাতে তো খাদেম আমাকে মেরেই ফেলেছিল। এমন গরমে একে তো আমাকে মাছ খাইয়েছে, এক ফোটা পানি পর্যন্ত দেয়নি, তার উপর কক্ষের দরজাও বাহির থেকে বন্ধ করে দিল। বললেন: তো রাত কিভাবে অতিবাহিত করলেন? আরজ করলেন, যতক্ষণ জেগে ছিলাম পানির খিয়ালে ছিলাম, যখন ঘুমালাম তখন স্বপ্নেও পানি ছাড়া আর কিছুই দেখিনি। শাহ আলে মুহাম্মদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: সত্যিকার অন্বেষণকারী একেই বলে। যে উদ্দেশ্য পর্যন্ত আপনি না পৌঁছার অভিযোগ (***Complaint***) করছিলেন যে, (এত বছর পর্যন্ত উদ্দেশ্য হাসিল হয়নি), কখনো এর জন্য এইভাবে অন্বেষণ করেছিলেন কী? এবার লোকটি তার ব্যর্থতার কারণ বুঝতে পারল, অতঃপর এখন থেকে সত্যিকার অন্বেষণের সাথে মুজাহাদা শুরু করলেন, অবশেষে আল্লাহ পাকের দয়া হলো এবং তিনি তার উদ্দেশ্যে সফল হলেন। **(মলফূজাতে আলা হযরত, পৃ:৪৭০)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পরিশ্রমের পাশাপাশি তাওয়াক্কুলও আবশ্যক

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই দুনিয়াতে বিপদ আপদের সাথে লড়াই করতে, মুসিবত থেকে বের হতে এবং সফলতা পাওয়ার জন্য একটি জরুরি বিষয় হলো তাওয়াক্কুল। আল্লাহ পাক কুরআনুল কারীমের মধ্যে ইরশাদ করেন:

فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

(পারা ৪, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৫৯)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: যখন কোন কাজের ইচ্ছা পাকাপোক্ত করবেন তখন আল্লাহর উপর নির্ভর করবেন। নিঃসন্দেহে নির্ভরকারীরা আল্লাহর প্রিয়ভাজন হয়।

এই আয়াত প্রসঙ্গে তাফসীরে খাযাইনুল ইরফানে রয়েছে: তাওয়াক্কুলের অর্থ হলো আল্লাহ পাকের উপর ভরসা করা এবং কাজকে তাঁর উপর সোপর্দ করে দেওয়া। উদ্দেশ্যে হলো এটাই যে, বান্দার সকল কাজের ভরসাটা আল্লাহ পাকের উপর হওয়া উচিত।

(খাযাইনুল ইরফান, পারা:৪, সূরা: আলে ইমরান, আয়াত: ১৫৯, পৃ: ১৪১)

আল্লাহ পাকের রহমতের উপর ভরসা রাখুন

হযরত আব্দুল্লাহ বিন দাউদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কাছে জিজ্ঞাসা করা হলো, তাওয়াক্কুল কাকে বল? তিনি বললেন: اَنَّ التَوَكُّلَ حُسْنُ الظَّنِّ بِاللهِ অর্থাৎ: আল্লাহ পাকের রহমতের উপর ভরসা রাখার নামই হলো তাওয়াক্কুল।

(মাওসুআ ইবনে আবিদ দুনিয়া, ১ম খন্ড, পৃ:৬০, সংখ্যা: ২৭)

জানা গেলো, যখন আমরা কোন কাজের ইচ্ছা পোষণ করব তখন আল্লাহ পাকের উপর ভরসা রাখবো, আল্লাহ পাকের রহমতের উপর সম্পূর্ণ ভরসা থাকবে যে, আমি পরিশ্রম করবো তো আল্লাহ পাক তাঁর দয়ায়

আমাকে অবশ্যই সফলতা দান করবেন। এই তারকারাজির চাল আমার কোন ক্ষতিই করতে পারবে না কারণ حَسْبُنَا اللّٰه আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট। কালো বিড়াল রাস্তা পার হলে, এরপরেও আমার কাজে বাধা দিতে পারবে না কারণ حَسْبُنَا اللّٰه আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট। জোর্তিবিদদের (***Astrologers***) কথা আমার ভবিষ্যত (***Future***) এর ফয়সালা করতে পারবে না, حَسْبُنَا اللّٰه আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট। চন্দ্রগ্রহণ হোক বা সূর্যগ্রহণ, সফরের মাস হোক বা অন্য কোন, মঙ্গলবার হোক বা শনিবার, আমার সফলতার পেছনে এই ধরনের কোন কুসংস্কার বাধা হতে পারে না, কেন? কারণ আমার বিশ্বাস حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيْل আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট আর তিনি কতই না উত্তম কার্যসম্পাদনকারী।

যে তাওয়াক্কুল করে আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! حَسْبُنَا اللّٰه এর প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো, যে কোন কাজে সফলতার বিপরীত যত শক্তি আছে অর্থাৎ: আমাদের সফলতার রাস্তায় যতই প্রতিবন্ধকতা আসুক না কেনো বান্দা সেগুলোর পরওয়া করবে না এবং অন্তর থেকে দৃঢ় বিশ্বাস করবে যে, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। যেখানে ওই দয়ালু মালিক আমার সাহায্যকারী, যদি তাঁর সাহায্য আমার সাথে থাকে তবে দুনিয়ার কোন প্রতিবন্ধকতা আমার সফলতার পেছনে বাধা হতে পারবে না। আল্লাহ পাকের উপর সত্যিকার এবং দৃঢ় ভরসা ওই মহান সম্পদ, যার মাধ্যমে আমরা শক্তি পায়, যার মাধ্যমে আমরা সাহস পায়, ভরসাও পায় এবং এর বরকতে বান্দা প্রত্যেক বিপদ - আপদ থেকে সহজে পার পেয়ে যায়। আল্লাহ পাক কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেন:

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ
(পারা ২৮, সূরা তালাক, আয়াত ৪)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, তবে তিনিই তার জন্য যথেষ্ট।

سُبْحٰنَ اللّٰه! জানা গেলো, যতই বিপদ হোক, যে কোন মুসিবত আসুক, সফলতার রাস্তায় যে কোন বাধা আসুক না কেনো, যে সৌভাগ্যবান আল্লাহ পাকের উপর ভরসা করে, আল্লাহ পাক তাঁর রহমত দ্বারা তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান।

অন্ধ পাখির তাওয়াক্কুল

সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন: একবার আমি নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে বাহিরে বের হলাম, আমরা দেখলাম, একটি অন্ধ পাখি, সে কিছুই দেখতে পায় না আর সে গাছে তার নিজের ঠোঁট মারছে, সকলের ভাষা বুঝতে পারা নবী রাসূলে হাশেমী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন, হে আনাস! তুমি কি জানো এই পাখিটি কী বলছে? আমি বললাম: আল্লাহ পাক এবং তাঁর রাসূল (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) ভালো জানেন। ইরশাদ করলেন: সে বলছে: হে আল্লাহ! তুমি ইনসাফকারী, তুমিই আমার চোখের আলো দূর করেছো, আমার ক্ষুধা লেগেছে।

বললেন: এখনো এই কথা চলছিল, একটি ফড়িং আসল আর ওই পাখির মুখে ঢুকে গেল। এবার ওই পাখি দ্বিতীয়বার গাছে ঠোঁট মারতে লাগল, রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন, হে আনাস! তুমি কি জানো এবার সে কী বলছে? আমি আরজ করলাম: না, ইরশাদ করলেন:

مَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللهِ كَفَاهُ যে আল্লাহ পাকের উপর ভরসা করে আল্লাহ পাক তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। **(আল হাভী লিল ফতোওয়া, পৃ:৪৪২)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রত্যেক বিপদ আপদ থেকে মুক্তির অযিফা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! حَسْبُنَا الله অনেক বড় শ্রেষ্ঠ অযিফা। যেকোন বিপদ হোক, যেকোন পেরেশানী হোক, দরিদ্রতা দেখা দিল, কাজ আটকে গেল, ঘরে অশান্তি, দোকানে পেরেশানী, অফিসে পেরেশানী, কোন রোগ হয়ে গেল, কর্জ হয়ে গেল, যত ধরনেরই বিপদ হোক না কেন, অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْل এর অযিফা আদায় করুন। আল্লাহ পাক প্রত্যেক বিপদ আপদ থেকে মুক্তি দিয়ে দিবেন। হাদিসে পাকে রয়েছে: যখন তোমাদের কোন বিপদ আসে, পেরেশানী আসে বড় মসিবত এসে যায় حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْل পড়ে নাও।

(আল জামেউস সগীর, পৃ:৬১, হাদিস: ৮৯৭)

প্রত্যেক ভয় থেকে নিরাপদ

আল্লামা জালাল উদ্দীন সূয়ুতী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হাদিসে পাক উল্লেখ করেছেন, রাসূলে পাক ইরশাদ করেন: حَسْبِيَ اللهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيْل اَمَانٌ لِكُلِّ خَائِفٍ অর্থাৎ: حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْل পড়াটা প্রত্যেক ভীত সন্ত্রস্ত কে নিরাপত্তা দেয়। **(আল জামেউস সগীর, পৃ:২২৬, হাদিস: ৩৭১৫)**

হযরত ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ওই বান্দাকে নিয়ে আমি খুব অবাক হই, যে কাউকে ভয় পায় আর সে حَسْبُنَا اللهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيْل কেন পড়ে না। (দো; খযানে, পৃ:৭)

ভয় থেকে মুক্তি পেয়ে গেল

হযরত আবু বকর আজালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: একবার আমি বাগানে ছিলাম, হঠাৎ আমি এক ভয়ানক কালো আকৃতির লোক দেখলাম (সম্ভবত কোন জ্বিন ছিল), প্রথমে তো আমি ভয় পেয়ে গেলাম, এরপর আমি এটা পড়া শুরু করে দিলাম: حَسْبُنَا اللهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيْل যতই আমি পড়তে লাগলাম, ততই ওই কালো আকৃতির লোকটি মাটিতে ঢুকে যেতে লাগল, অতঃপর এই বরকতময় অযিফার বরকতে ওই কালো আকৃতির লোকটি মাটিতে সম্পূর্ণ ঢুকে গেলো আর আমি তার থেকে মুক্তি পেয়ে গেলাম।

(মাওসুয়া ইবনে আবিদ দুনিয়া, ১ম খন্ড, পৃ:১৫২, সংখ্যা: ৩২)

سُبْحٰنَ الله! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! حَسْبُنَا الله সর্বশ্রেষ্ঠ অযিফা। এর বরকতে বড় বড় বিপদ - আপদ দূর হয়ে যায়।

নবীদের অযিফা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! حَسْبُنَا اللهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيْل নবীদের অযিফা। আল্লাহ পাকের প্রিয় নবীদের এই রীতিনীতি ছিল যে, যখন তাঁদের কোন বিপদ আসতো, কোন পেরেশানী আসতো তখন কুসংস্কার মনে করতেন না বরং আল্লাহ পাকের দিকে মনোনিবেশ হতেন, তাঁর উপর ভরসা করতেন। অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে حَسْبُنَا اللهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيْل পড়তে থাকতেন। হযরত আনাস বিন মালিক হতে বর্ণিত, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ

করেন: আগুনের দিন (যেই দিন নমরুদ ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এর জন্য আগুন জ্বালিয়েছিল) ওইদিন যখন হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام কে আগুনের সামনে আনা হলো তখন তিনি আগুন দেখে পড়লেন: حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيْل আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি কতই না উত্তম কার্যসম্পাদনকারী)।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১ম খন্ড, পৃ:৫১, সংখ্যা: ৩৪)

হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এর পরিপূর্ণ বিশ্বাস, আল্লাহ পাকের রহমতের উপর ভরসা এবং এই অযিফারই বরকত ছিল যে, তিনি এত বড় আগুন যেটা মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام এর জন্য ফুলের বাগান হয়ে গেল।

ব্যথা থেকে মুক্তি পেয়ে গেল

বর্ণিত রয়েছে যে, লোকেরা যখন এক অসুস্থ বৃদ্ধ লোককে চিকিৎসা করতে বলল, তখন সে চিকিৎসা করতে অস্বীকৃতি জানালো, বলতে লাগল ধৈর্যধারণকারীদের জন্য চিকিৎসার চেয়েও শ্রেষ্ঠ সমাধান দিয়েছেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, আল্লাহ পাক আপনার উপর দয়া করুক, চিকিৎসা চেয়ে শ্রেষ্ঠ সমাধান কী? বৃদ্ধ লোকটি ২৩ পারা, সূরা যুমার এর ১০ নং আয়াত তিলাওয়াত করলেন:

اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

(পারা ২৩, সূরা যুমার, আয়াত ১০)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: ধৈর্য ধারণকারীদেরকেই তাদের প্রতিদান পরিপূর্ণভাবে দেয়া হবে অগণিতভাবে।

এরপর বলতে লাগলেন: আমি কোন জিনিসকে ধৈর্যের সমান মনে করি না এবং চিকিৎসা করা থেকে অস্বীকৃতি জানিয়েছি, এরপর যখনই

তার ব্যথার তীব্রতা অনুভব হতো সে حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيْل পড়ে নিতো, এর বরকতে তার ব্যথা চলে যেত। **(মাওসুয়া ইবনে আবিদ দুনিয়া, ৪র্থ খন্ড , পৃ:৫১, সংখ্যা: ১৩২)**

একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার করে দিই, আল্লাহ না করুক কোন রোগীর অসুস্থতা এসে যায় তবে তার উচিত চিকিৎসা করানো, কারণ চিকিৎসা করানো সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত। অবশ্য ওই সকল নেককার লোকেরা যারা তাওয়াক্কুলের সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে গেছেন তারা কখনো কখনো আল্লাহ পাকের উপর ভরসা করে চিকিৎসা করান না, এটা তাঁদের জন্য শুদ্ধ। আমাদের উচিত অবশ্যই যেন চিকিৎসা করি, হ্যাঁ, রুহানী চিকিৎসা (অর্থাৎ: কুরআনী আয়াত এবং কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত ওয়াযিফা, তাবীয ইত্যাদির মাধ্যমে চিকিৎসা করানো) অধিক ভালো হয়ে থাকে। কারণ আরোগ্য দানকারী সত্তা হলেন আল্লাহ পাক এবং তাঁর নামের মধ্যে আরোগ্য রয়েছে। এছাড়া শরীয়তের গন্ডির মধ্যে থেকে মেডিকেল ইত্যাদির মাধ্যমেও চিকিৎসা করে নেওয়া উচিত।

আল্লাহ পাক যথেষ্ট হয়ে যাবেন

হযরত আবু দারদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: যে বান্দা সকাল সন্ধ্যা সাতবার করে এই ওয়াযিফা পড়ে নেয়: حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ. عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ আল্লাহ পাক দুনিয়া ও আখিরাতের সকল বিপদ আপদের জন্য তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন।

(আমালুল আউমি ওয়াল লাইলাহ লি ইবনে সুন্নী, পৃ:৬৩, হাদিস:৭১)

শাজারায়ে কাদেরীয়া আত্তারীয়ার একটি অযিফা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একটু চিন্তা করুন! আমাদের জন্য এটা কতই না সুন্দর অযিফা। কোন বিপদ হোক, কোন পেরেশানী হোক, কোন মুসিবত এসে যাক, কর্জ হোক, কাজ - কর্ম বন্ধ হয়ে যাক, চাকরি চলে যাক, অসুস্থতা এসে যাক, মোটকথা যে কোন বিপদই এসে যাক, এখন এই মুসিবত কালো বিড়ালের উপর, কোনো বেচারা অন্ধের উপর, তারকার উপর পতিত করবেন না, অর্থাৎ: কুসংস্কার গ্রহণ করবেন না, حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيْل অযিফা পড়ুন اِنْ شَآءَ الله বিপদ দূরীভূত হয়ে যাবে। শাজারায়ে আলীয়া কাদেরীয়া আত্তারীয়ায় রয়েছে: প্রত্যেক দিন ফজরের নামাযের পর সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে এবং মাগরিবের নামাযের পর দশবার করে এই দোয়া পাঠকারীর সকল জায়িয কাজ সমাধান হয়ে যাবে এবং শত্রুও পরাজিত হবে। **(শাজারায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া যিয়ায়িয়া আত্তারীয়া, পৃ:২৭)**

حَسْبِیَ اللّٰهُ ؕ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ

(পারা ১১, সূরা তাওবা, আয়াত ১২৯)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি ব্যতীত অন্য কারো মাবুদ নেই। আমি তাঁরই উপর ভরসা করেছি এবং তিনিই মহান আরশের অধিপতি।

নবী, ওলীদের থেকে সাহায্য চাওয়া কেমন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানের শেষের দিকে খুব গুরুত্বপূর্ণ এক ব্যাখ্যা শুনে নিন। حَسْبُنَا الله এর অর্থ হলো: আমরা আল্লাহ পাকের উপর ভরসা করি। حَسْبُنَا الله এর অর্থ হলো: যেহেতু আল্লাহ আমার সাথে আছেন, সুতরাং আমি কোন বিপদকে ভয় করি না। حَسْبُنَا الله এর অর্থ হলো: যেহেতু

আল্লাহ আমার সাথে আছেন, আমি রাস্তার কোন প্রতিবন্ধকতাকে ভয় করি না। حَسْبُنَا اللّٰه এর অর্থ হলো: যেহেতু আল্লাহ আমার সাথে আছেন, সুতরাং আমার ভরসা অনেক উঁচু, তাই আমি খুবই সাহসী, সুতরাং আমার কোন ক্ষতি নেই, আমার কোন ভয় নেই।

কিন্তু حَسْبُنَا اللّٰه এর অর্থ এটা নয় যে, আমার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট, সুতরাং আমি নবী ও ওলীদের থেকে অমুখাপেক্ষী। حَسْبُنَا اللّٰه এর অর্থ এটা নয় যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ বলাটা শিরক হয়ে গেল। حَسْبُنَا اللّٰه এর অর্থ এটা নয় যে, ইয়া গাউস বলাটা শিরক হয়ে গেল। না, না, এর অর্থ এটা কখনোই নয়, আসুন! আমি আপনাদের একটি আয়াতে কারীমা শুনাচ্ছি, আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ
(পারা ১০, সূরা আনফাল, আয়াত ৬৪)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: হে অদৃশ্যের সংবাদদাতা (নবী)। আল্লাহ আপনার জন্য যথেষ্ট ।

আপনার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। এখান থেকে এখন বিষয় বুঝতে হবে, শুধুমাত্র আল্লাহই যথেষ্ট? নাকি সাথে আরো কিছু আছে? ইরশাদ করেন:

وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ
(পারা ১০, সূরা আনফাল, আয়াত ৬৪)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং যত সংখ্যক মুসলমান আপনার অনুসারী হয়েছে।

হে মাহবুব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার জন্য আপনার দয়ালু প্রতিপালকই যথেষ্ট, পাশাপাশি যারা আপনার সাহাবা রয়েছেন, আপনার কালেমা পড়ুয়া সত্যিকার মুসলমান, এরাও আপনার জন্য যথেষ্ট।

জানা গেল! আমাদের জন্য আল্লাহ যথেষ্ট, অবশ্যই যথেষ্ট কিন্তু এর দ্বারা উদ্দেশ্য এটা কখনোই নয় যে, আল্লাহ পাকের বান্দাদের থেকে সাহায্য চাওয়া, নবী ও ওলীদের থেকে সাহায্য চাওয়া শিরক। না,,,না,,,নিশ্চয় আল্লাহই যথেষ্ট, নিশ্চয় আল্লাহ পাকই সাহায্যকারী কিন্তু তিনি তাঁর সাহায্য বিভিন্নভাবে করে থাকেন। আমি একটি উদাহরণের মাধ্যমে বলছি। রিযিকদাতা কে? আল্লাহ পাক। তিনিই সবাইকে রিযিক দান করেন কিন্তু আমরা আল্লাহ পাকের সেই রিযিককে হাসিল করার জন্য কী করে থাকি? দোকান খুলি, ব্যবসা করি, পরিশ্রম করি, কেন? রিযিকদাতা তো আল্লাহ পাক, অতঃপর আমরা দোকানে কেন যায়? নিশ্চয় সামান্য জ্ঞান রাখা একজন মুসলমানও এটাই বলবে যে, রিযিকদাতা আল্লাহ পাক। তিনি রিযিক দান করার ধরন বিভিন্ন রকমের রেখেছেন, কেউ দোকানের মাধ্যমে রিযিক পায়, কেউ পরিশ্রমের মাধ্যমে পায়, কারো রিযিক চাকরির মাধ্যমে রাখা হয়েছে।

ঠিক এইভাবে আমাদের জন্য আল্লাহ পাকের রহমত যথেষ্ট, আল্লাহ পাকের সাহায্য যথেষ্ট কিন্তু এই সাহায্য কখনো কাবা থেকে পাওয়া যায়, কখনো প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবার থেকে পাওয়া যায়। কখনো গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরজা থেকে পাওয়া যায়। কখনো দাতা হুযুর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরবার থেকে পাওয়া যায়। কখনো খাজা আজমীর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরবার থেকে নসীব হয়। সুতরাং এটা একেবারে সঠিক যে, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, কিন্তু এর পাশাপাশি ইয়া রাসূলাল্লাহ আল মদদ বলা, ইয়া গাউস আল মদদ বলা একেবারে সঠিক কারণ আল্লাহ পাকের রাসূল যে সাহায্য করবেন, গাউছে পাক যে সাহায্য করবেন, সেটাও প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ পাকেরই সাহায্য, আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ ؕ هُوَ الَّذِیْۤ اَیَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَ بِالْمُؤْمِنِیْنَ ﴿۶۲﴾

(পারা ১০, সূরা আনফাল, আয়াত ৬২)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: তবে নিঃসন্দেহে আল্লাহই আপনার জন্য যথেষ্ট, তিনি ওই সত্তা, যিনি আপনাকে শক্তি প্রদান করেছেন স্বীয় সাহায্য এবং মুমিনদের জন্য।

প্রতীয়মান হলো, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, কিভাবে যথেষ্ট? এইভাবে যে, কখনো তিনি স্বয়ং তাঁর নিজের সাহায্য দান করেন, অদৃশ্য থেকে আমাদের জন্য উপকরণ তৈরী করে দেন এবং কখনো এইভাবে যথেষ্ট হয়ে যান যে, কোন নেককার মুমিনকে আমাদের সাহায্যকারী বানিয়ে দেন। সুতরাং আল্লাহ পাক অদৃশ্য থেকে আমাদের জন্য উপকরণ তৈরী করে দেন। তখনো আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং যদি আল্লাহ পাক গাউস ও খাজাকে, দাতা হুযুর এবং আ-লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ প্রমুখ ওলীদের আমাদের সাহায্যকারী বানান, তখনো আল্লাহ পাক আমাদের জন্য যথেষ্ট। আমাদের তো রবের সাহায্য দরকার, সেটা চাই অদৃশ্য থেকে হোক বা নবী - ওলীদের মাধ্যমে হোক, সর্বাবস্থায় গ্রহণীয় ।

তাহলে নবী, ওলীদের থেকে কেন সাহায্য চাইবো?

অনেক লোক এটা প্রশ্ন করে যে, ঠিক আছে মেনে নিলাম আউলিয়ায়ে কেরাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ সাহায্যকারী কিন্তু যখন আল্লাহ পাক স্বয়ং আমাদের কথা শোনেন, আমাদের সাহায্যও করেন,তাহলে আমরা বান্দার কাছ থেকে কেনো সাহায্য চাইবো? শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের কাছ থেকে সাহায্য চাইবো।

খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, অনেক বিশুদ্ধ আকীদার লোকেরাও এই শয়তানী কুমন্ত্রণার স্বীকার হয়ে যায়। এর জবাব কী? আসুন! একটি

হাদিসে পাক শুনি, হাদিসে হাসান অর্থাৎ: সনদের দিক দিয়ে এই হাদিসে কালাম নেই, অনেক মুহাদ্দিসগণ এই হাদিসটি উল্লেখ করেছেন এবং বড় বড় ওলামা ও মুহাদ্দিসগণ স্বয়ং এই হাদিসটি পরীক্ষা করেছেন, এই হাদিস শরীফটা কী? শুনুন!

বদরী সাহাবী হযরত উতবা বিন গাযওয়ান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত: আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: যখন তোমাদের মধ্যে কারো কোন জিনিস হারিয়ে যায়, আর সেটা যদি হয় বিরান জায়গায় যেখানে কোন সাহায্যকারী নেই, এমন পরিস্থিতিতে যদি সে সাহায্য চায় তবে যেন এইভাবে বলে: يَا عِبَادَ اللهِ أَغِيثُونِي، يَا عِبَادَ اللهِ أَغِيثُونِي হে আল্লাহর বান্দারা! আমাকে সাহায্য করো! হে আল্লাহর বান্দারা আমাকে সাহায্য করো। **(মুজামু কবীর, ৭ম খন্ড, পৃ:৪৮, হাদিস: ১৩৭৩৭)**

এখন দেখুন! এই শিক্ষা কে দিচ্ছেন? আমাদের প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم। দুনিয়ার ওই ব্যক্তি যিনি সবচেয়ে বড় তাওহীদ মান্যকারী। ওই নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم যিনি আল্লাহ পাকের পরিচিতি সবচেয়ে বেশি জানেন। ওই নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم যিনি সবচেয়ে বেশি তাওহীদের চর্চাকারী। ওই পথপ্রদর্শক নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন যে, যদি তোমরা এমন জায়গায় হও যেখানে বাহ্যিকভাবে কোন সাহায্যকারী নেই, এমন জায়গায় যদি সাহায্য চাও তবে কাকে ডাকবে, আল্লাহর বান্দাদের ।

ভেবে দেখুন! নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কি (مَعَاذَ الله!) জানতেন না যে, আল্লাহ পাক সাহায্যকারী, সুতরাং তাঁর কাছ থেকেই সাহায্য চাইতে

হবে, তিনি তো আমাদের আল্লাহ পাক থেকে সাহায্য চাইতে শিখিয়েছেন, অর্থাৎ: যেই মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদেরকে আল্লাহ পাক থেকে সাহায্য চাইতে শিখিয়েছেন, সেই মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদেরকে উৎসাহ দিচ্ছেন আল্লাহ পাকের বান্দা থেকে সাহায্য চাও, এবং ওই বান্দা যাকে বাহ্যত দেখা যাচ্ছে না, চক্ষুর অন্তরালে, সুতরাং যার শিক্ষায় আল্লাহ পাক থেকে সাহায্য চাই, তাঁরই উৎসাহে আমরা আউলিয়ায়ে কেরাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ থেকে সাহায্য প্রার্থনা করি।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে কুরআন ও সুন্নাহ অনুসারে সঠিক আকীদা ও দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করার তাওফিক দান করুক। আমাদের দয়ালু মাওলা মহান আল্লাহ পাক আমাদেরকে বিপদ আপদ ও পেরেশানী থেকে মুক্তি দান করুক।

নেক আমল ১৮ নম্বর এর প্রতি উৎসাহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজেকে কুসংস্কারের মতো অকল্যাণ থেকে বাঁচাতে, তাওয়াক্কুলের মতো মহান নিয়ামত হাসিল করতে, সর্বাবস্থায় আল্লাহ পাকের সত্তার উপর ভরসা করার স্পৃহা পেতে দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান। ১২ দ্বীনি কাজের মধ্যে কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করুন, اِنْ شَآءَ الله দুনিয়া ও আখিরাতের অঢেল বরকত হাসিল হবে, ১২ দ্বীনি কাজের মধ্যে থেকে একটি দ্বীনি কাজ হলো নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করা। শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রদত্ত "৭২ নেক আমল" এর মধ্যে হতে ১৮ নং নেক আমল হলো এটাই যে, আজকে কি আপনি মাদরাসাতুল মদীনায় (প্রাপ্ত বয়স্ক) কুরআনুল কারীম পড়েছেন বা পড়িয়েছেন? হাদিসে পাকে রয়েছে:

তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম লোক হলো সেই, যে নিজে কুরআন শিখে এবং অপরকে শিখায়। (বুখারী, ৩/৪১০, হাদিস: ৫০২৭) কুরআনুল কারীম আল্লাহ পাকের কিতাব, বান্দাদের জন্য আল্লাহ পাকের পয়গাম, কিন্তু আফসোস! আজ মুসলমানরা কুরআনুল কারীম থেকে অনেক দূরে হতে চলেছে। অনেক লোক রয়েছে যারা দেখে দেখে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করতে পারে না, যারা পড়তে পারে তারা তাজভীদ ও মাখরাজের এমন ভুল করে, যার কারণে নামায হয় না।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه! আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামী বিভিন্ন মসজিদ এবং মার্কেটে প্রতিদিনের ভিত্তিতে মাদরাসাতুল মদীনা বালেগানের (প্রাপ্ত বয়স্ক) ক্লাসের ব্যবস্থা করে কুরআনের ফয়যান ছড়িয়ে দিতে নিয়োজিত রয়েছে। যেখানে বিশুদ্ধ তাজভীদ ও ক্বিরাতের সাথে কুরআন পড়া শিখানো হয়। ফরয উলুমও (জ্ঞান) বলা হয়, সুন্নাত ও আদবও শিখানো হয় এবং তরজমা ও তাফসীর শোনার সৌভাগ্য হয়, আপনারাও এতে সম্পৃক্ত হয়ে যান اِنْ شَآءَ الله অনেক বরকত পাবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জুতা পরিধান করার সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পুস্তিকা "**১০১ মাদানী ফুল**" থেকে জুতা পরিধান করার কিছু মাদানী ফুল শুনি। ফরমানের মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (১): অধিকহারে জুতা ব্যবহার করো, মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত জুতা পরিহিত অবস্থায় থাকে যেন সে সাওয়ারী অবস্থায় আছে (অর্থাৎ: কম ক্লান্ত হয়)।

(মুসলিম,১১৬১ পৃ:, হাদিস: ২০৯৬) ✯ জুতা পরিধান করার পূর্বে (সেটি ভালোভাবে) ঝেড়ে নিন যাতে কীটপতঙ্গ কংকর ইত্যাদি থাকলে তা বের হয়ে যায় ✯ প্রথমে ডান জুতা পরিধান করুন তারপর বাম জুতা ✯ খোলার সময় প্রথমে বাম জুতা খুলুন এরপর ডান জুতা। ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন তোমাদের মধ্যে কেউ জুতা পরিধান করে তবে তা ডান পাশ থেকে শুরু করা উচিত আর যখন খুলবে তখন বাম পাশ থেকে শুরু করা উচিত, যাতে ডান পা পরিধানের ক্ষেত্রে প্রথম এবং খোলার ক্ষেত্রে শেষ হয়।

(বুখারী, ৪/৬৫, হাদিস: ৫৮৫৫)

ঘোষণা

জুতা পরিধান করার বাকি সুন্নাত ও আদব তরবিয়তী হালকায় বর্ণনা করা হবে সুতরাং সেগুলো জানার জন্য তরবিয়তী হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً

دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক**।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার শিডিউল ২৩ জুলাই ২০২৬ইং

(১) সুন্নাত ও আদব শেখা: ৫ মিনিট, (২) দোয়া শেখা: ৫ মিনিট,
(৩) পর্যালোচনা: ৫ মিনিট। মোট সময়কাল- ১৫ মিনিট।

জুতা পরিধানের অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব

পুরুষরা পুরুষালী এবং মেয়েরা মেয়েলী জুতা ব্যবহার করবে। কেউ হযরত আয়েশা সিদ্দকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কে বললেন, একজন মহিলা (পুরুষের মতো) জুতা পরিধান করে। তিনি বললেন: রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم পুরুষালী নারীদের উপর লানত করেছেন। **(আবু দাউদ ৪/৮৪, হাদিস ৪০৯৯)** যখন বসবেন তখন জুতা খুলে ফেলুন, এতে পা আরাম পায়। ✯ (দরিদ্রতার একটি কারণ এটাও যে,) উল্টো জুতা পড়ে থাকতে দেখে সেটাকে সোজা করে না দেওয়া। "**দৌলতে বে যাওয়াল**"এ লিখা রয়েছে যে, যদি সারারাত জুতা উল্টো হয়ে পড়ে থাকে তবে শয়তান এসে তার উপর বসে, সেটা হলো তার সিংহাসন। **(সুন্নী বেহেস্তী জেওর, ৫ম অংশ, পৃ:৬০১)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

তারকা দেখার সময়ের দোয়া

দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার শিডিউল অনুসারে "তারকা দেখার দোয়া মুখস্ত করানো হবে। দোয়াটি হলো:

رَبَّنَا مَا خَلَقۡتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبۡحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

(পারা: ৪, আলে ইমরান, আয়াত: ১৯১)

অনুবাদ: হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এটাকে অহেতুক বানাওনি। পবিত্রতা তোমার জন্য, অতঃপর আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচিয়ে নাও। **(খযিনায়ে রহমত, পৃ:৭০)**

সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের (নফল) ইবাদত থেকে উত্তম। **(জামিউস সগীর লিস সুয়ূতী, পৃষ্ঠা- ৩৬৫, হাদীস নং-৫৮৯৭)**

আসুন! নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করার আগে "ভালো ভালো নিয়্যত" করে নিই।

১. আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য নিজে নেক আমলের পুস্তিকা থেকে আজকের আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করবো এবং অপরকেও উৎসাহিত করবো।
২. যে সকল নেক আমলের উপর আমল হয়েছে, তার জন্য আল্লাহ পাকের হামদ (শুকরিয়া আদায়) করবো।
৩. যার উপর আমল হয় নি, তার জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করবো।
৪. গুনাহ থেকে বিরতকারী কোনো নেক আমলের উপর (আল্লাহ না করুক) আমল না হলে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করবো।
৫. বিনা প্রয়োজনে নিজের নেকী (যেমন; অমুক অমুক বা এতগুলো নেক কাজের উপর আমল করেছি) প্রকাশ করবো না।
৬. যে সকল নেক আমলের উপর পরে আমল করা যাবে (যেমন; আজ ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পড়া হয় নি) তবে পরে অথবা কাল আমল করবো।

৭. নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করার মূল লক্ষ্য (যেমন; খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক শুদ্ধতা, মাদানী কাজের উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করবো।
৮. আগামীকালও নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ (অর্থাৎ আখিরাতের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা) করবো।
৯. যেনোতেনো ভাবে ছক পূরণ নয় বরং চিন্তা ভাবনা করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করবো।

আজ যে সকল নেক আমলের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তার নিচে দেওয়া ছকে ঠিক (অর্থাৎ উল্টো ঠিক চিহ্ন) (৴) এবং আমল না হওয়া অবস্থায় (০) চিহ্ন দিন।

বিঃ দ্রঃ- নিজের নেক আমল পুস্তিকার উপর দৃষ্টি রেখেই আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষন করুন।

দৈনিক ৫৬টি নেক আমল:

১. ভালো ভালো নিয়্যত কি করেছি? ২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে কি আদায় করেছি? ৩. প্রত্যেক নামাযের পূর্বে কি নামাযের দাওয়াত দিয়েছি? ৪. সূরা মূলক কি পাঠ করেছি? ৫. প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কি পাঠ করেছি? ৬. কানযুল ঈমান থেকে তিন আয়াত বা সীরাতুল জিনান থেকে ২ পৃষ্ঠা অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করেছি বা শুনে নিয়েছি? ৭. শাজারা শরীফ হতে ওয়াযীফা পাঠ করেছি? ৮. ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পাঠ করেছি? ৯. চোখকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি?

১০. কানকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১১. অহেতুক দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থেকে পথ চলতে দৃষ্টিকে নত রেখেছি? ১২. মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব বা পুস্তিকা পাঠ করেছি? ১৩. আযান ও ইকামতের উত্তর দিয়েছি? ১৪. রাগের চিকিৎসা করেছি? ১৫. নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করেছি? ১৬. নিজের নিগরানের আনুগত্য করেছি? ১৭. আপনি, জি হ্যাঁ- বলে কথা বলেছি? ১৮. প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়েছি বা পড়িয়েছি? ১৯. ইশার জামাআতের দুই ঘণ্টার মধ্যে ঘরে পৌঁছে গেছি? ২০. দ্বীনি কাজে দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছি? ২১. ফজরের জন্য জাগিয়েছি? ২২. অন্যের ঘরে উঁকি দেয়া থেকে বেঁচেছি কি? ২৩. ঘরে কি দরস দিয়েছি? ২৪. মসজিদ দরস দিয়েছি বা শুনেছি? ২৫. সুন্নাত অনুযায়ী কি পোশাক পরিধান করেছি? ২৬. মাথার চুল রাখার সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ২৭. এক মুষ্টি দাড়ি রাখা হয়েছে? ২৮. গুনাহ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাথে সাথে কি তাওবা করেছি? ২৯. সুন্নাত অনুযায়ী কি খাবার খেয়েছি? ৩০. মুসলমানদেরকে সালাম দিয়েছি? ৩১. কিছু না কিছু সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ৩২. যোহরের আগের সুন্নাত কি ফরযের আগে আদায় করেছি? ৩৩. তাহাজ্জুদ বা সালাতুল লাইল পড়েছি? ৩৪. আওয়াবিন বা ইশরাক ও চাশতের নফল পড়েছি? ৩৫. আসর ও ইশার আগের সুন্নাত কি পড়েছি? ৩৬. ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে কি একটি দ্বীনি কাজে উৎসাহ দিয়েছি? ৩৭. অন্যের কাছে চেয়ে জিনিস ব্যবহার করি নি তো? ৩৮. মিথ্যা, গীবত ও চুগলী করা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৩৯. কিছুক্ষণ কি মাদানী চ্যানেল দেখেছি? ৪০. ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব করি নি তো? ৪১. সময় মতো ঋণ পরিশোধ কি করেছি? ৪২. বিনয়ের এমন শব্দ তো ব্যবহার করি নি যাতে মন সায় দেয় নি? ৪৩. পরিচ্ছন্নতা ও

শিষ্টাচারের প্রতি সজাগ ছিলাম কি? ৪৪. মুসলমানের দোষত্রুটি কি গোপন করেছি? ৪৫. তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকায় অংশগ্রহণ করেছি? ৪৬. কিছু না কিছু জায়িয কাজের পূর্বে কি بِسْمِ اللّٰه পাঠ করেছি? ৪৭. চৌক দরস কি দিয়েছি বা শুনেছি? ৪৮. পিতামাতা ও পীর মুর্শিদকে ইসালে সাওয়াব করেছি? ৪৯. অপব্যয় করা থেকে কি বিরত থেকেছি? ৫০. ট্রাফিক আইন কি মেনে চলেছি? ৫১. সাংগঠনিক পদ্ধতিতে কি সমস্যার সমাধান করেছি? ৫২. মুখের গুনাহ থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৩. অহেতুক কথা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৪. হাসি ঠাট্টা, বিদ্রুপ, মনে কষ্ট দেয়া এবং অট্টহাসি থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৫. পাগড়ি শরীফ কি বেঁধেছি? ৫৬. পিতামাতার আদব কি করেছি?

কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী

✯ লিখে কথাবার্তা ১২ বার ✯ ইশারায় কথাবার্তা ১২ বার ✯ চেহারায় দৃষ্টি দেওয়া ছাড়া কথাবার্তা ১২ বার ।

সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল

৫৭. ইসলামী বোনের সাপ্তাহিক ইজতিমায় কোনো না কোনো ইসলামী বোনকে ঘর থেকে পাঠিয়েছি? ৫৮. সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা দেখেছি বা শুনেছি? ৫৯. সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি অংশগ্রহণ হয়েছে? ৬০. ছুটির দিনের ইতিকাফের সৌভাগ্য কি হয়েছে? ৬১. অসুস্থ বা অসহায়কে সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং কারো ইন্তিকালে সমবেদনা জ্ঞাপন কি করেছি? ৬২. সপ্তাহের যে কোন একদিন কি রোযা রেখেছি? ৬৩. সাপ্তাহিক পুস্তিকা কি পড়েছি বা শুনেছি? ৬৪. এলাকায়ী

দাওরা কি করেছি? ৬৫. আগে আসতো এখন আসে না- এমন ইসলামী ভাইকে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা কি করেছি?

মাসিক ৪টি নেক আমল

৬৬. নেক আমল পুস্তিকা জমা করেছি? ৬৭. তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৬৮. সুন্নি আলিম, ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং খাদিমকে আর্থিক সাহায্যের খেদমত করেছি? ৬৯. কুফলে মদীনা দিবস কি পালন করেছি?

বার্ষিক ৩টি নেক আমল

৭০. টাইম টেবিল অনুযায়ী একমাসের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৭১. সারা জীবনের সিলেবাস অধ্যয়ন করেছি? ৭২. একত্রে ১২ মাসের মাদানী কাফেলা/ ১২ দ্বীনি কাজ কোর্স/ আমল সংশোধন কোর্স/ ফয়যানে নামায কোর্সের সৌভাগ্য কি অর্জিত হয়েছে?

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া

হে **আল্লাহ!** যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে, একাগ্রচিত্তে নেক আমলের উপর আমল করে প্রতিদিন আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করে এবং প্রতি ইসলামী মাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দেয়, তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না, যতক্ষণ না সে কালিমা পাঠ করে নেয়।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد